34808 - ইনভস্টেমন্টে কোম্পানগিুলোতে যারা অর্থ হারয়িছে তাদরে জন্য দশটি উপদশে

প্রশ্ন

ইনভস্টেমন্টে কোম্পানগিুলোতে যারা অর্থ হারয়িছে তাদরেকে আপনি কী উপদশে দবিনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

১- মুসলমানরে উচতি তার অর্থ হালাল ও বধৈ খাতে বনিয়িোগ করা; হারাম খাতে নয় এবং সংশয়পূর্ণ খাতগুলো থকেে বরিত থাকা।

২- অর্থ পরচিালনা, বৃদ্ধি ও বনিয়িোগে শক্তশিালী ও আমানতদার এবং বনিয়িোগরে নানা পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অভজ্ঞি ব্যক্তকিে নর্িবাচন করা।

৩- মুদারাবা (অংশীদারি বনিয়িোগ) ও বনিয়িোগরে চুক্তি শরয়িতসম্মত হতে হবে, বাতলি ও হারাম শর্ত থকেে মুক্ত হতে হবে। তাই এমন কোনো চুক্ততিে প্রবশে করা যাবে না যাতে মূলধনরে গ্যারান্টি দওেয়া হয় কংিবা নর্িদষ্টি পরমিাণ লাভ দয়োর নশ্চিয়তা দয়ো হয়। বরং আবশ্যক হলো উভয় অংশীদাররে লাভরে শতকরা হার জানা থাকা।

৪- বনিয়িোগ পরচিালনাকারী অংশীদাররে উচতি মানুষরে অর্থ পরচিালনায় আল্লাহকে ভয় করা। সে যনে এ পরমিাণ অর্থ গ্রহণ না করে যা পরচিালনা করার সক্ষমতা তার নইে এবং এমন কারো কাছ থকেে অর্থ গ্রহণ না করে যার অর্থ সে ঠকিভাবে বনিয়িোগ করতে পারবে না বলে সে নজিে জানে। তাকে মুদারাবার শর্তবলি মনেে চলতে হবে। যদি মূলধনদাতা শর্ত করে যে নর্িদষ্টি দশেে বনিয়িোগ করতে হবে, তবে তা অমান্য করা যাবে না। যদি নর্িদষ্টি খাতে বনিয়িোগরে শর্ত দয়ে তবে তা অতক্রিম করা তার জন্য জায়যে হবে না। মানুষরে সাথে প্রতারণা করে প্রকৃতপক্ষে লাভ না হলওে লাভ হচ্ছে বলে ভান করা যাবে না। পুরোনো বনিয়িোগকারীদরে লাভ নতুনদরে মূলধন থকেে দওেয়া কবীরাহ গুনাহ হবে, যখন প্রকৃতপক্ষে তার এমন কোনো ব্যবসা নইে যাতে অর্থ বাড়ে। মানুষকে উচ্চ মুনাফার লোভ দখোনোও জায়যে নয়, যখন সে নশ্চিতিভাবে জানে যে তার কাছে এমন কোনো ব্যবসা নইে যা এতটা লাভ দতিে পারবে।

৫- তাকে মানুষরে অর্থরে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং প্রশাসনকি ও আর্থকি কাজে দক্ষ এবং অভজ্ঞিতাসম্পন্ন ব্যক্তদিরেকে নয়িোগ দতিে হবে, যারা মানুষরে কাছ থকেে গৃহীত এই অর্থগুলো বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

ক্ষতি হলে করণীয়:

- মানুষের কাছে সততা ও আমানতদারিতার সঙ্গে বাস্তব অবস্থা জানানো বিনিয়োগ পরিচালনাকারীর উপর আবশ্যক।
- যদি তার পক্ষ থেকে অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন হয়ে থাকে তবে সে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে এবং নিজের অবহেলার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা নিজেকেই বহন করতে হবে।
- মূলধনদাতার উচিত ক্ষতির ক্ষেত্রে আল্লাহর তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, বিপদের তীব্রতা ও প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করা এবং যতটুকু সম্ভব মূলধন উদ্ধার করার জন্য সকল বৈধ ও শরীয়তসম্মত উপায়ে চেষ্টা করা।
- তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি আর্থিকভাবে লোকসান পড়া মানুষকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। ফলে সে পাগল হয়ে যায় না, হার্ট অ্যাটাক করে না, আত্মহত্যা না করে; যেমনটি ধৈর্যহীন কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

লোকসানে পড়া ব্যক্তির নিম্নোক্ত বাস্তবতাগুলো স্মরণ করা উচিত:

মানুষের নিজের শরীর, সম্পদ, পরিবার বা সমাজের উপর যে বিপদাপদ আসে সেটা সর্ববৈ অকল্যাণ নয় যে এর জন্য ভেঙে পড়তে হবে। বরং সে যদি মুসিবতকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে ও যথাযথ করণীয় করে তাহলে সেটা মুমিনের জন্য কল্যাণকর। কারণ:

ক) সেটা তার জন্য কল্যাণকর। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার সব পরিস্থিতিই কল্যাণকর; এটি কেবল মুমিনের জন্যই। সে সুখকর কিছু পেলে কৃতজ্ঞ হয়, তখন সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর কোনো দুঃখজনক কিছুতে আক্রান্ত হলে ধৈর্য ধরে, তখন সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।"[হাদীসটি মুসলিম (২৯৯৯)]

খ) হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ তার কল্যাণ চান। বুখারী (৫৬৪৫) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন।"

হাফেয ইবনে হাজার বলেন: আবু উবাইদ আল-হারাওয়ী বলেছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাকে বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেন যাতে করে এর জন্য তিনি তাকে প্রতিদান দিতে পারেন।

গ) সম্ভবত আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। "যখন আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় পড়ে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে তার জন্য রয়েছে ধৈর্যের প্রতিদান; আর যে ব্যক্তি অধৈর্য হয় তার জন্য রয়েছে অধৈর্যতার ফল।" হাদীসটির বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

সাখবারা রাদয়িাল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলছেনে: “যাকে কছিু দয়ো হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বপিদে পড়লে ধর্যৈ ধরে, যুলুম করে ফলেলে ক্ষমা চয়েে নয়ে এবং জুলুমরে শকিার হলে ক্ষমা করে দয়ে তাদরে জন্যই রয়ছেে নরিাপত্তা এবং তারাই সঠকি পথপ্রাপ্ত।”[ত্বাবরানী হাসান সনদে বর্ণনা করনে][হাফযেরে কথা সমাপ্ত]

ঘ) আল্লাহ তাঁর কতিাবে এমন পদ্ধতি বলছেনে যা হৃদয়কে শান্ত করে, মনরে ক্ষোভ প্রশমতি করে। তা হলো ধর্যৈ ধরা ও ‘ইন্না লল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজঊিন’ বলা। এর সাথে আল্লাহ নজিরে পক্ষ থকেে পূর্ণ প্রতদিান দয়ো এবং ধর্যৈশীল ও সওয়াব প্রত্যাশীর জন্য এমন নকেী দয়োর কথা উল্লখে করছেনে যা দয়িে তনিি তার মর্যাদা উন্নীত করবনে। এটি আল্লাহর পক্ষ থকেে ওয়াদা; যা তনিি অচরিইে বাস্তবায়ন করবনে। আল্লাহ বলনে:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

“আর আপনি ধর্যৈশীলদরেকে সুসংবাদ দনি। যারা বপিদে পড়লে বলে: নশ্চিয় আমরা আল্লাহর মালকিানাধীন এবং নশ্চিয় আমরা তাঁর কাছইে ফরিে যাব। তাদরে ওপর রয়ছেে তাদরে রবরে পক্ষ থকেে করুণারাশি ও অনুগ্রহ। আর এরাই হদোয়তেপ্রাপ্ত।”[সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

কুরতুবী বলনে: আল্লাহ তাআলা ‘ইসতরিজা’ এর শব্দগুলোকে তথা বপিদগ্রস্ত ব্যক্তরি ‘ইন্না লল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজঊিন’ বলাকে বপিদগ্রস্ত ও পরীক্ষার শকিার ব্যক্তরি জন্য শয়তান থকেে আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষা বানয়িছেনে; যাতে করে শয়তান বপিদগ্রস্ত ব্যক্তরি উপর ভর করে তাকে মন্দ চন্তিার কুমন্ত্রণা দতিে না পার। যার মাধ্যমে শয়তান স্থরি জনিসিকে অস্থরি করে তুলবে এবং গোপন বষিয়কে প্রকাশ্যে নয়িে আসব। কারণ বপিদগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কল্যাণ ও বরকতরে পূর্ণ ভাব অন্তর্ভুক্তকারী এ শব্দাবলীর মাধ্যমে আশ্রয় চায় তখন সে ‘ইন্না লল্লিাহ’ (আমরা আল্লাহর) বলার মাধ্যমে আল্লাহর দাস হওয়া ও মালকিানাধীন হওয়ার স্বীকারোক্তি দয়ে এবং মুসবিতটি আল্লাহর পক্ষ থকেে ঘটার স্বীকৃতি দয়ে। মালকি তাঁর মালকিানাভুক্ত বস্তুতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারনে। আর ‘ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজঊিন’ (নশ্চিয় আমরা তাঁর কাছইে ফরিে যাব) এর মাধ্যমে স্বীকৃতি দওেয়া হয় যে, আল্লাহই আমাদরেকে ধ্বংস করবনে, তারপর পুনরুত্থতি করবনে। তাই সূচনাতে হুকুম তাঁর, শষেওে তাঁর কাছইে প্রত্যাবর্তন। এই কথার মাঝে আখরিাতে প্রতদিান লাভরে আশাও নহিতি আছ।

উল্লখিতি বষিয়াবলি ছাড়াও এই দোয়ার অন্যতম বরকত হলো দুনয়িায় উত্তম প্রতদিান।

উম্মে সালামা রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে মুসলমান বপিদে পড়ে বলে: ‘ইন্না লল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজঊিন, হে আল্লাহ! আমাকে এই বপিদে প্রতদিান দনি এবং এর বদলে উত্তম কছিু দনি’ আল্লাহ তাকে তার চয়েে উত্তম কছিু দনে।”

ঙ) বপিদাপদ গুনাহরে কাফফারা (প্রতকিার)। কারণ বুখারী ও মুসলমিে বর্ণতি আছে, আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "মুসলমানরে উপর যে কোনো বপিদ আসুক নাকনে এমনকি যদি তা কাঁটার খোঁচাও হয়, আল্লাহ এর দ্বারা তার গুনাহ মাফ করে দনে।"[বুখারী ও মুসলমি হাদীসটি বর্ণনা করনে]

চ) খারাপ খবর শোনার প্রথম ক্ষণইে ধর্যৈধারণ করা ও নজিকেে সংবরণ করা কাম্য। উদাহরণস্বরূপ বনিয়িোগ কোম্পানি ধসে পড়ার খবর পাওয়ার মুহূর্তইে। এই ধর্যৈধারণ ব্যক্তকিে স্ট্রোক করা, হার্ট অ্যাটাক করা কংিবা মানসকিভাবে ও স্নায়ুবকিভাবে ভঙেে পড়া থকেে রক্ষা করব।ে অধকিন্তু, যে ধর্যৈরে কারণে বান্দা নকেী লাভ করে তা হলো প্রথম ধাক্কার সময়রে ধর্যৈ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "প্রকৃত ধর্যৈ হলো প্রথম ধাক্বার সময়।"[হাদীসটি বুখারী (১২৩৮) ও মুসলমি (৯২৬) বর্ণনা করনে]

ইমাম নববী বলনে: হাদসিটরি মর্ম হচ্ছে: পূর্ণ ধর্যৈরে উপর বড় সওয়াব নর্িভর কর।ে যহেতেু পূর্ণ ধর্যৈ ধরার কষ্ট বশেি।[সমাপ্ত]

ছ) বান্দা যদি বপিদরে মোকাবলোয় সঠকি আচরণ করতে পারে তখন সইে বপিদ তার জন্য নয়িামত হয়ে যায়। কারণ সইে বপিদরে কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করনে ও মর্যাদা বাড়য়িে দনে।

অনকে সময় বড় বপিদ দয়োর মাধ্যমে আল্লাহ নয়িামত দনে। আবার কছিু কছিু মানুষকে নয়িামত দয়োর মাধ্যমে পরীক্ষা করনে।

জ) মুসলমানরে এই দৃঢ় বশি্বাস রাখা উচতি যে, সম্পদ হারানো আল্লাহ তাকে লাঞ্ছতি করার প্রমাণ নয়। স্বচ্ছলতা ও দারদ্রি্য উভয়টা পরীক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ বলনে:

فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

"মানুষরে অবস্থা হলো: যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করনে এবং সম্মান ও নয়োমত দনে, তখন সে বলে: 'আমার রব আমাকে সম্মানতি করছেনে।' আর যখন তনিি তাকে পরীক্ষা করনে এবং তার রযিকি সংকুচতি করে দনে, তখন সে বলে: আমার রব আমাকে লাঞ্ছতি করছেনে। কক্ষনো নয়"[সূরা ফজর: ১৫-১৬]

ঝ) একজন মুসলমিরে উচতি বপিদরে সময় আল্লাহর ঐ সকল নকে বান্দাদরে অনুসরণ করা যারা ইতপিূর্বে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ছেনে। আল্লাহ তাআলা আইয়ূব আলাইহসি সালামরে ব্যাপারে বলনে: "এটা আমাদরে পক্ষ থকেে রহমত" অর্থাৎ আমরা তার কষ্ট দূর করছে িএবং তার ওপর যে বপিদ ছলি তা সরয়িে দয়িছে,ি আমাদরে দয়া ও অনুগ্রহ।ে "এবং ইবাদতকারীদরে জন্য স্মরণকিা" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার দহে,ে সম্পদে বা সন্তান-সন্ততরি ক্ষত্রেে পরীক্ষায় পড়ে তার জন্য নবী আইয়ূব আলাইহসি সালামরে মধ্যে আদর্শ রয়ছে।ে কারণ আল্লাহ তাকে এর চয়েওে বড় পরীক্ষায় ফলেছেলিনে,

কন্িতু তনি ধর্ৈয ধরছেলিনে ও সওয়াবরে আশা করছেলিনে। অবশষেে আল্লাহ তাকে মুক্তি দনে।

ওয়ালীদ বনি আবদুল মালকিরে কাছে একবার আবস গোত্ররে এক অন্ধ বৃদ্ধ এলনে। এক সন্ধ্যায় তনি যখন তার কাছে বসলনে তখন ওয়ালীদ তাকে তার খোঁজখবর জজ্ঞিসে করলনে?" লোকটি বলল: "হে আমরিুল মুমনিনি! এক রাতে আমি এমন অবস্থায় ঘুমালাম যে আবস গোত্রে আমার চয়েে বশেি সম্পদ, ঘোড়া, উট, সন্তান এবং সম্মান ও প্রভাবশালী কউে ছলি না। হঠাৎ এক বধ্বিংসী প্লাবন আমাদরে ওপর আঘাত হানল। সইে স্রোত আমার পরবিার, সন্তান এবং ধন-সম্পদ সবকছিু ভাসয়িে নয়িে গলে। আমাদরে কাফলোয় অবশষ্টি রইল কবেল এক নবজাতক শশিু, আর একটি অবাধ্য উটরে বাচ্চা। আমি শশিুটরি দকিে এগয়িে গলোম এবং তাকে কোলে তুলে নলিাম। এরপর সইে অবাধ্য উটটরি পছিু ছুটলাম যটেি দলছুট হয়ে গয়িছেলি। যখন আমি সটেকিে ধরতে পারছলিাম না, তখন শশিুটকিে মাটতিে নাময়িে রখেে উটটরি পছেনে দৌড়ালাম। হঠাৎ আমি শশিুটরি চৎিকার শুনতে পলোম; ফরিে এসে দখেি নকেড়ে তাকে খয়েে ফলেছে। এরপর আমি পুনরায় উটটকিে ধরার চষ্টো করলাম, কন্িতু যখনই আমি সটেকিে কবজা করতে গলোম, সটেি তার পা দয়িে আমার মুখে প্রচণ্ড এক লাথি মারল। এতে আমার দৃষ্টশিক্তি চলে গলে এবং আমি চৎি হয়ে মাটতিে পড়ে গলোম। যখন আমার জ্ঞান ফরিল আমি ভাবলাম— সন্ধ্যায় আমি ছলিাম অঢলে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতপিত্তি এবং গোত্ররে মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধকিারী; অথচ সকাল হতে না হতইে আমি রক্িতহস্ত হয়ে গলোম। আমার চোখে দৃষ্টশিক্তি নইে। পাশে কোনো সন্তান বা পরবিার নইে, এমনকি কোনো সম্পদও অবশষ্টি নইে। তবুও, এই পরস্থিতিরি ওপর আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম (আলহামদুলল্লিাহ)।"

তখন ওয়ালীদ বললনে: "তাকে উরওয়া ইবনুল যুবাইররে কাছে নয়িে যাও, যাতে সে জানে এই দুনয়িায় এমন লোকও আছে, যে তার চয়েে বশেি বপিদে পড়ছে এবং আরও বশেি ধর্ৈয ধরছে।"

কবি বলনে:

"যদি কখনো বপিদে পড়ো, তবে ধর্ৈয ধরো সম্ভ্রান্তরে মতো। নশ্চিয় ধর্ৈযশীলতা সর্বাধকি প্রজ্ঞাময়।

যদি কোনো সংকটে পড়ো, তবে নীরবতার পোশাক পরধিান করো (শান্ত থাকো)। নশ্চিয় এটাই সর্বাধকি নরিাপদ পথ।

কখনো সৃষ্টজীবরে কাছে নজিরে দুঃখরে অভযিোগ করো না। এমনটি করলে অতি দয়ালু (আল্লাহ) সম্পর্কে এমন একজনরে কাছে অভযিোগ করছো যে দয়া করতে জানে না।"

এমন কত বপিদ আছে যা বপিদগ্রস্তরে জন্য নয়িামত হয়ে যায়! কতক বান্দার জন্য দারদ্রি্য ও রোগই উত্তম। যদি সে সুস্থ ও ধনী হতো তবে অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে উঠত।

وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

“আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য রিযিকে প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা যমীনে সীমালঙ্ঘন করত।”[সূরা শূরা: ২৭]

কবি বলেন:

"তুমি দুঃশ্চিন্তাগুলোকে এড়িয়ে চলো; সবকিছুই তাকদিরের ওপর নির্ভরশীল।

নিকটবর্তী সময়ে কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো; যা তোমাকে অতীতের সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।

হয়তো কোনো বিষয় তোমার কাছে এখন অপ্রীতিকর; কিন্তু পরিণামে সেটাই হবে তোমার কাছে সন্তুষ্টিকর।

কখনো পথ হয়ে ওঠে প্রণালীর মত সংকীর্ণ; আবার কখনো মহাশূন্যের মত প্রশস্ত।

আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন; সুতরাং তাঁর ফয়সালার সামনে প্রতিবাদী হয়ো না।

আল্লাহ তোমাকে অতীতে ভালো রেখে আসছেন; সুতরাং অতীতের ওপর ভিত্তি করে আগামীর প্রতি আশা রাখো।"

এঃ) বিনিয়োগ কোম্পানিগুলোর পতন মানে এই নয় যে ব্যক্তির কাছে তার অর্থের কিছুই ফিরে আসবে না। বরং হয়তো অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি বা তার চেয়ে কম ফিরে আসতে পারে। আর যদি সব অর্থই নষ্ট হয়ে যায় তবুও এটা দুনিয়ার সমাপ্তি নয় বা সব আশার অবসান নয়। বরং ভবিষ্যতে আল্লাহ তাকে নতুন সম্পদ দিতে পারেন এবং যদি সে ধৈর্য ধরে তাহলে আল্লাহ তাকে এর বিনিময় দিবেন।

৬- যে ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, অন্যদেরকে অবাস্তব কিছু বুঝিয়েছে, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করেছে অথবা নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের নামে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তারপর পতনশীল বিনিয়োগ কোম্পানিতে করা ও লাভ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার কথা বলে ধোঁকা দিয়েছে, তাদের সবার ওপর আল্লাহর কাছে তওবা করা ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে এমন ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যে মানুষের টাকা নিয়ে কিংবা তার বোন, মা বা স্ত্রীর সঞ্চিত অর্থ নিয়ে কী করতে যাচ্ছে তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে নেমেছিল। এছাড়া এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, যে সুদের উপর ঋণ নিয়ে এসব বিনিয়োগ কোম্পানিতে ঢুকছে। আশা করি কোম্পানিগুলোর প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হওয়ার মধ্যে মহান শিক্ষা ও গভীর উপদেশ রয়েছে; এর থেকে শিক্ষা নেওয়া আবশ্যক।

৭- যারা উপদেশ দিয়েছেন এবং আগেই মানুষকে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে সতর্ক করেছিলেন, তাদের জানা উচিত যে, এমন অবস্থায় বিদ্রূপ বা উপহাসের কোনো সুযোগ নেই। বরং তাদের উচিত সব উপায়ে বিপদ লাঘব করা, দুঃখ দূর করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা।

৮- ইসলামী দ্বীন এবং তার ওপর অবচিল সৎ লোকেরা কোনো অবস্থাতেই মথি্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, বশি্বাসঘাতকতা, অব্যবস্থাপনা বা বপেরোয়া বনিয়িোগের ফল বহন করবে না। বরং প্রত্যকে অপরাধী ও অবহলোকারী নজি নজি কৃতকর্মরে দায় নজিইে বহন করবে। অন্যরে ওপর তার ভুল, মূর্খতা, মথি্যা বা প্রতারণার দায় চাপানো বধৈ নয়।

আল্লাহ বলনে: "কোনো বহনকারী অন্যরে বোঝা বহন করবে না।" আরও বলনে: "তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে।" আরও বলনে: "ন্যায়বচিার করো; এটইি তাকওয়ার নকিটতম।" আরও বলনে: "ন্যায়রে ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতষ্ঠিতি হও।"

৯- ব্যবসায় লোকসান হলে হলে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা ওয়াজবি। অর্থাৎ লোকসানরে পর যে অর্থ অবশষ্টি থাকে তা মূলধনরে মালকিদরে মধ্যে বণ্টন করতে হবে। প্রত্যকেকে তার মূলধনরে অংশরে অনুপাতে ভাগ দওেয়া হবে। অনাদায়ী ঋণ বা যে অর্থ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তা মূল অংকরে চয়েে কম মূল্যে ক্রয় করার মাধ্যমে দালালদরে এই হারামি বা নষিদ্ধি বাজার পরচিালনা করা বধৈ নয়। কারণ, এতে একই সাথে 'রবিাল ফাদল' (পরমিাণগত সুদ) এবং 'রবিাল নাসয়িা' (সময়গত বা বলিম্বতি সুদ)-এর সমন্বয় ঘটে। আর সুদ অন্যতম কবরিা গুনাহ।"

১০- মুসলমানদরে উচতি পরস্পররে প্রতি সহনশীল হওয়া। গালি-গালাজ, ঝগড়া-ববিাদ, স্ত্রীকে তালাক দওেয়া, বাবা-মার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করা বা অন্যরে উপর আক্রমণ করার কোনো সুযোগ নইে।

সচ্ছল মুসলমানদরে উচতি তাদরে সামর্থ্য অনুযায়ী দরদ্রি, দুর্বল, এতমি, বধিবা, বৃদ্ধ এবং সীমতি আয়রে লোকদরে সাহায্য করা; যারা নজিদেরে ঘর, গাড়ি বক্রিি করে ব্যবসা গুটয়িে নয়িে এই ক্ষতগ্রিস্ত বনিয়িোগে টাকা ঢলেছেলি। এবং যতটা সম্ভব সইে সব দান-খয়রাতরে অর্থ উদ্ধার করা উচতি, যা অন্যায়ভাবে ও দাতাদরে অনুমতি ছাড়া এসব বনিয়িোগে ঢোকানো হয়ছেলি। কনেনা সইেসব অর্থ-সম্পদরে দাবতিে আওয়াজ তোলার মত লোক নইে।

মুসলমি আইনজীবীদরে উচতি দুর্বলদরে অধকিার আদায়ে সহায়তা করা, দানরে অর্থগুলো উদ্ধারে সওয়াবরে আশায় সবো দওেয়া, নর্িদোষদরে নর্িদোষ প্রমাণ করা এবং দ্বীনী কল্যাণকামনা সহকারে পরামর্শ দওেয়া।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তনিি যনে বপিদগ্রস্তদরেকে উত্তম বদলা দনে, তাদরে ক্ষতরি পরবির্তে এর থকেে উত্তম কছিু দান করনে এবং তাদরেকে ধর্যৈ দান করনে। তনিইি সর্বোত্তম রযিকিদাতা।